22/6/2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ॥ ৭ শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের বৈঠক

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রবিবার সাতটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ রাজধানী ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হন। দেশের পাবলিক পরীক্ষায় প্রথম চালু হওয়া এই পদ্ধতি সম্পর্কে জনমনে যাতে কোনরূপ বিরূপ বা নেতিবাচক ধারণা না পড়ে সে জন্য বোর্ড প্রধানগণ কিছু কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। লেটার গ্রেডিং সিস্টেম যে আধুনিক, সময়োপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত তা প্রমাণিত ও সবমহলে গ্রহণযোগ্য করতে ফল প্রকাশে যাতে কোন রকম বিপর্যয় না ঘটে সে জন্য তাঁরা আগাম সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

গত ৩১ মার্চ সমাপ্ত এসএসসির ফল লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে প্রকাশের আগে বিগত এসএসসির ফল লেটার গ্রেডিংয়ে রূপান্তর করে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে। সূত্র জানায়, নির্ভুলভাবে এই এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়েছে। সূত্র আরও জানায়, লেটার গ্রেডিংয়ে ফল প্রকাশের সব প্রস্তুতি নেয়া হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি এখনও সন্দেহ-সংশয়মুক্ত নন। প্রায় নয় লাখ ছাত্রছাত্রীর ফল নিখুঁতভাবে প্রকাশে কোনরকম কেলেঙ্কারি যাতে না ঘটে সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ডগুলোকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, বোর্ড প্রধানদের সভায়

নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রথমে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রক
নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। বৈঠক সূত্রে
যায়, হরতালসহ বিভিন্ন কারণে পরী
খাতা বিতরণে বেশ বিলম্ব হয়েছে। ত
নতুন পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করতে
একটু বেশি সময় লাগবে।
কোনক্রমেই পাবলিক পরীক্ষা
অনুযায়ী নব্বই দিন অতিক্রম করতে
হবে না। এই হিসাবে জুনের শেষ
অথবা জুলাইয়ের প্রথম দিকে ফল প্রব
ব্যাপারে বৈঠকে আলাপ-আলোচনা
ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর
আসগর রবিবার রাত আটটায় জন
বলেন, গ্রেডিং সিস্টেমে সুষ্ঠু ও সুন্দর
ফল প্রকাশ নিশ্চিত করাসহ ক
বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য
প্রধানগণ এই সভায় মিলিত হয়ে
দীর্ঘক্ষণ বৈঠকটি চলবে বলে তিনি জ

এদিকে এসএসসির ফল এই প্রথম
সিস্টেমে প্রকাশের বিষয়টি পরী
অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে
জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করেছে। যুগ যু
চলে আসা ডিভিশন পদ্ধতির বদলে
গ্রেডিং সিস্টেম ছাত্রছাত্রীদের মেধা যা
কতটা সহায়ক হবে তা নিয়ে পরীক্ষা
উদ্বেগের যেন শেষ নেই। ফল প্র
সময় যত এগিয়ে আসছে ততই
তাদের উৎকণ্ঠা।